ঝালাপালা

ছোটোদের বার্ষিকী
১৪১৯

সম্পাদক
অশোককুমার মিত্র
প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ছোটোদের হারিয়ে যাওয়া পত্রপত্রিকার ইতিকথা

বাংলা কিশোর পত্রিকা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ০৭ দিগ্‌দর্শন। সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত ১৪
পশ্বাবলী সম্পর্কে কিছু কথা। প্রবীর কুমার বৈদ্য ১৭ বিবিধার্থ সংগ্রহ। অলোক রায় ২১
বাংলার প্রথম শিশু কিশোর পত্রিকা সত্যপ্রদীপ। স্বপন বসু ২৬ শিশু পত্রিকার কালপ্রবাহে শিশু। ঈপ্সিতা দে ২৮
বালক বন্ধু। ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী ৩২ সখা, সাথী সখা ও সাথী। ড. অরুণা চট্টোপাধ্যায় ৩৭
একটি প্রাক্তন নাবালকের বালক-পাঠ। অরুণকুমার বসু ৪২
সাথী, সখা ও সাথী ও ভুবনমোহন রায়। অমল পাল ৪৮
প্রতিভার আর এক বিস্ময় মুকুল। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও আঁখি সিনহা রায় ৫২
শিশুতোষ তোষিণী-র একটি অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন। সুবিমল মিশ্র ৫৮
মনে রাখবার মতো দুটি শিশুবার্ষিকী। হীরেন চট্টোপাধ্যায় ৬৩
আঙুর। আতোয়ার রহমান ৬৭ সন্দেশ-এর প্রথম অধ্যায় ১৯১৩-১৯২৬। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৭৩
পার্ব্বণী ছোটদের প্রথম বার্ষিকী। পবিত্র সরকার ৭৭ রংমশাল-এর যুগ-যুগান্তর। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১
শিশুসাথীর কথা। অশোককুমার মিত্র ৮৪ বাংলা শিশুকিশোর পত্রিকার ধারায় খোকাখুকু ১৯২৩-১৯৩১।
পঞ্চানন মলাকর ৮৮ পূর্ববঙ্গের মনমাতানো শিশু পত্রিকা রাজভোগ। অশোককুমার রায় ৯৩
রামধনু-কথা। অনির্বাণ রায় ৯৭ মাসপয়লা'র অতি অল্প কথা। সুবিমল মিশ্র ১০২
পাঠশালা। দেবাশিস বসু ১০৬ যোগেন্দ্রনাথের কৈশোরক। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১১১
শিশু সাময়িকপত্রের জগতে এক স্বল্পায়ু নক্ষত্র গুলবাগিচা। অশোককুমার রায় ১১৭
স্মৃতিমেদুর এক কৈশোর মাসিক ও কাকাবাবু। জ্যোতির্ময় দাস ১২২
শিশুসওগাতছোটোদের মৈত্রীর দূত। অজিত ত্রিবেদী ১২৭
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে প্রকাশিত কিশোর বাংলা। অসিত দত্ত ১৩২
দেশ বিদেশের লেখা। প্রসাদরঞ্জন রায় ১৩৭
বিস্মৃতির অতল থেকে—এশিয়ার প্রথম কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা। বিনীতা ঘোষ ১৪৪
কিশোর। তারাপদ সাঁতরা ১৪৬ শারদীয় কিশোর। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ১৫৩
আগামী-র কথা। জীবনকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫৬ রবিবারের ইতিকথা। শৈলেন ঘোষ ১৬৭
রোশনাই—কথামৃত। প্রবাস দত্ত ১৭১ ঝুমঝুমির স্মৃতি। অরুণ চট্টোপাধ্যায় ১৭৫
হারানো পক্ষীরাজের খোঁজে। সুধীন্দ্র সরকার ১৭৯
কিশোর কিশোরীদের মনের চাহিদা মিটিয়েছিল। দেবাশিস সেন ১৮৮
সেই সকাল-এর স্মৃতির বেলা। অলক চট্টোপাধ্যায় ১৯৫
চিত্রেন্দ্র ডিটেকটিভ খুদে গোয়েন্দাদের নিজস্ব মাসিকপত্র। শচীন দাশ ২০০
সোনামানিক—একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। শোভন শেঠ ২০৩
ছোটোদের ক'টি পত্রিকা এলোমেলো, মনে এলো। শমীন্দ্র ভৌমিক ২১০
ছেলেবেলার ছুটির ঘণ্টা। অর্চন চক্রবর্তী ২১২ সে ও দুটি পত্রিকা। সঞ্জিতকুমার সাহা ২১৩
এক অভাবনীয় উদ্যোগের অবসান। প্রণব মুখোপাধ্যায় ২১৭ বড়োদের দৈনিকে ছোটোদের পাতা। প্রণব সেন ২২০
উত্তরবঙ্গের বিস্মৃতপ্রায় ছোটোদের পত্রপত্রিকা। মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী ২২৭
শিশুসাহিত্যে বীরভূম চর্চায় একশোবছর, তুলনায় পত্রপত্রিকা বয়সে নবীন। আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় ২৩১
ছোটোদের হারানো পত্রিকা : জেলা বর্ধমান। আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় ২৩৩
ছোটোদের পত্রপত্রিকায় জেলা মুরশিদাবাদ। আশিসকুমার মুখোপাধ্যায় ২৩৫
মেদিনীপুর জেলায় শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ। রাসবিহারী দত্ত ২৩৬
শিশুসাহিত্যে ত্রিপুরার পত্রপত্রিকা ও লেখালেখি। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ২৩৮
ছোটোদের সাময়িক পত্রিকা। সংকলক রূপক চট্টরাজ ২৪২

সম্পাদকীয়

আমাদের সমগ্র সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশই শিশুসাহিত্য; অন্ততপক্ষে এটুকু সত্য যে ছোটোদের ছোটো মাপে বাংলা ভাষায় যত সুপথ্য জমেছে, সে তুলনায় সুপরিণত সবল মনের ভারি খোরাক এখনও তেমন জোটেনি—(বুদ্ধদেব বসু)। আর এই সুপথ্যের জোগান অবশ্য এসেছে শিশুসাহিত্য পত্রিকাগুলির হাত ধরে।

এ প্রসঙ্গে আরও কথা বলার আগে বলা যেতেই পারে বাংলা ছোটোদের সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসও কম সমৃদ্ধ নয়। এ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সাময়িক পত্রটি কিন্তু ছোটোদের পত্রিকা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে; এবং পৃথিবীতে ছোটোদের জন্য সাময়িক পত্র প্রকাশের তিন দশক শেষ হতেই সেই পত্রিকা প্রকাশের এমন ঘটনাটি ঘটেছিল, যদিও সাহিত্য প্রচারের প্রধান মাধ্যম, মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর তিন শতকেরও যথেষ্ট বেশি সময় কেটে গিয়েছিল বঙ্গদেশে তার পত্তন হতে।

দিগ্‌দর্শন নামক কিশোর পাঠ্য পত্রিকা বেরিয়েছিল ১২২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (এপ্রিল, ১৮১৮)। উদ্যোগী ছিলেন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চ। তারপরে ক্রমশ বিস্তারিত হয়েছে সে ক্ষীণধারা, বেগবতী হয়েছে, স্রোতস্বতী হয়েছে। সোনালি ফসলে একটু একটু করে পূর্ণ হয়েছে তার ডালি। এসেছেন রবীন্দ্রনাথ—উপেন্দ্রকিশোর—যোগীন্দ্রনাথ—অবনীন্দ্রনাথ—সুকুমার রায়—দক্ষিণারঞ্জন—আরও যুগন্ধর প্রতিভা যাঁরা সেই সোনালি শস্যভাণ্ডারের প্রকৃত জোগানদার। আর তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্র হল সাময়িক পত্রিকা সব। পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই পত্রপত্রিকাগুলি ধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। নতুন ভাবনা—তা বিষয়-কেন্দ্রিক হোক বা আঙ্গিক ঘিরে হোক, এমনকি প্রকাশনা সৌকর্য নিয়ে হোক—তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূতিকাগার হল পত্র-পত্রিকা এবং এ রীতি পৃথিবী জুড়ে আজও চলে আসছে। কারণ নতুন পথে চলার যে ঝুঁকি থাকে, সরাসরি গ্রন্থ প্রকাশ করে অনেকে তা নিতে চান না বরং পত্রিকার পাতায় একদফা ছেপে নিয়ে সে বিষয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের কাজ তো সেরে নেওয়া যেতেই পারে।

তাই সাহিত্যের নির্মাণে, তার বিকাশে, তার বৈচিত্র্য সন্ধানে সাময়িক পত্রের অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই।

বাংলা শিশু সাময়িক পত্রের বয়স প্রায় দুশো বছর হতে চলল। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে আর অধিকাংশই স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এই সকল পত্রপত্রিকা অনেকাংশে আজ অবলুপ্ত, আর যা কিছু রয়েছে তারও অনেকখানি সাধারণের অধরা। এবারের ঝালাপালা-র অভিযান সেই বিস্ময়কর অধরা সম্পদের পুনরুদ্ধারে। জানি, এ বাসনা আকাশের চাঁদ ধরতে চাওয়ার মতোই প্রায় অসম্ভব এক প্রস্তাবনা। কারণ গত দুশো বছরে বড়ো বদল ঘটে গেছে এই পৃথিবীর, আর ষাট-সত্তর বছরে ভয়ংকর অস্থিরতায় কেঁপে গেছে বাংলার সামাজিক জীবন। ভেঙে গেছে পুরোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, নিশ্চিহ্ন হয়েছে অনেক গ্রন্থাগার। পারিবারিক সংগ্রহশালাগুলিও ক্রম ক্ষীয়মান। তবু আমরা পরিকল্পনা করেছি দিগ্‌দর্শন থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত ছোটোদের সাহিত্যপত্রগুলির মধ্যে যেগুলির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে অথচ যারা বাংলা শিশুসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে, সেই পত্রিকাগুলির পরিচয় আমাদের তরুণ পাঠকদের হাতে তুলে ধরব। তবে একথা সবাই জানেন, সাধ আর সাধ্যের মধ্যে থাকে বিস্তর ফারাক। আমরা বলি ইতিহাসে-ভূগোলের পার্থক্য। ইতিহাসে যে পত্রিকাগুলির কথা আমাদের জানা আছে, ভূগোলে অর্থাৎ অস্তিত্বে তাদের অনেকের দেখা পাচ্ছি না। আমাদের একজন বিশিষ্ট প্রতিবেদক তাঁর রচনায় যথার্থই লিখেছেন—পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার চুঁড়ে ফেললেও এ পত্রিকার সব কটি সংখ্যা বোধহয় সংগ্রহ করা যাবে না। সত্যিই আমাদের অন্যমনস্কতায় হারিয়ে গেছে অনেক মূল্যবান সম্পদ, আমাদের ঐতিহ্য।

ঝালাপালার সম্পাদক যে পত্রিকা বিষয়ে লিখবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, সেটি তাঁর জনৈক বন্ধুর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বহুকাল যাবৎ ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পাতি পাতি করে খুঁজেও

সেই সংগ্রহটি পাওয়া গেল না, হয়তো তা চিরতরেই হারিয়ে গেল। তাই তাঁর আলোচ্য পত্রিকা বদলে গেল কলকাতার দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার, যাদের সাময়িক পত্র সংগ্রহের ওপরে বাঙালি বিদগ্ধজনেরা পরম নির্ভরশীল, গৃহসংস্কারের কারণে। সেই দুটি গ্রন্থাগারেই সাময়িক পত্র প্রদান বন্ধ রয়েছে। ফলে, পরিকল্পনা সত্ত্বেও দুএকটি পত্রিকা অনালোচিত রয়ে গেল, কোনোটি হয়তো পরিপূর্ণতা পেল না।

তবে একথাও ঠিক, যা পাওয়া গেল তা-ও কম নয়। বাংলা ছোটোদের পত্রিকার কথা এত বড়ো চালচিত্রে কখনও ধরার প্রয়াস হয়নি। যা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল তা পূর্ণ করার চেষ্টা নিশ্চয় চলবে।

আমরা প্রধান পত্র পত্রিকার পাশাপাশি এ রাজ্যের জেলা থেকে ছোটোদের জন্য প্রকাশিত কাগজ সম্পর্কে তত্ত্ব তালাশ করেছি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল শিশু সাহিত্য বিষয়ে সারা দেশে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন এমনি একটি প্রতিষ্ঠানের। তবে তাঁদের যোগসূত্রে সম্ভবত কোনো খামতি ছিল—ফলে অনেক জেলা থেকে তথ্য আসেনি, আর যেগুলি পাওয়া গেছে তা আমাদের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হল না। বরং উত্তরবঙ্গের এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার প্রতিবেদনে যথার্থ অনুসন্ধানের পদক্ষেপ রয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য, ত্রিপুরার প্রতিবেদনে বিষয়বস্তু সামান্য বিস্তৃত করা হয়েছে স্থানীয় প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়ক হবে বলে।

আরেকটি কথা, বাংলা সাহিত্য পত্রের আলোচনা হবে, তা বয়স্ক পাঠ্য বা শিশু পাঠ্য যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের কথা অনুপস্থিত থাকবে—ভাবলে বড়োই বেদনা বোধ হয়। অনেকের মতো এটি আমাদেরও অনুভব। তাই, একাজের দায়িত্ব আমরা দিতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশের অত্যন্ত যোগ্য মানুষের হাতে। তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যে বিশেষ অনিসন্ধিৎসু ও বাংলাদেশে শিশু সাহিত্যে একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই মানুষটি ভরসা দিয়েছিলেন এবং আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, অনিবার্য কারণে তাঁর মূল্যবান প্রতিবেদনটি আমাদের হাতে পৌঁছল না। এই অনিবার্যতাকে স্বীকার করে দুঃখিত বোধ করা ছাড়া উপায় কী!

আমাদের কোনো বন্ধু আলোচিত পত্রিকার তালিকায় মৌচাক পত্রিকার নাম না দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সহমত যে বাংলা শিশুসাহিত্য সাময়িকীর ইতিহাসে এ পত্রিকাটির স্থান অতি উচ্চে এবং শিশু সাহিত্যের বিপুল বিস্তারে এর অবদান বলা চলে সবচেয়ে বেশি। তবে আমাদের এবারের আলোচ্য পত্রিকা 'বন্ধ পত্রিকা'—'প্রায়-বন্ধ পত্রিকা' নয়। আমাদের প্রার্থনা ৯৩-তম বর্ষে চলা পত্রিকাখানি ফের নিজ কৌলিন্যে উদ্ভাসিত হয়ে শতবর্ষে পদার্পণ করুক।

আমাদের পরিকল্পনা রূপদানে কোনো ব্যক্তি উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় কণা মাত্র। অনেকেই এই পরিকল্পনা রূপ দিতে সাহায্য করেছেন এবং সে দলে সবার আগে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় লেখক বন্ধুদের। তরুণ বন্ধুরাও যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাঁদের রচনা প্রস্তুত করেছেন। অশোককুমার রায়ের সংগ্রহ বাংলা সাময়িক পত্রের খনি বিশেষ। তিনি নিজে তো একাধিক লেখা লিখেছেনই পরন্তু, অন্যান্য কয়েকজনকে উপাদান জুগিয়ে, পরামর্শ দিয়ে প্ররোচিত করেছেন। ড: সুবিমল মিশ্রও একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, সহযোগিতা করেছেন অনেক বন্ধুই। বিশিষ্ট অলংকরণ শিল্পী প্রণবেশ মাইতি যেখানে সাগ্রহে এ সংখ্যার প্রচ্ছদ নির্মাণ থেকে শুরু করে অঙ্গসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন—তাঁর ভালোবাসার দানকে কী শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে পারি?

কৃতজ্ঞতা তো বটেই, তারও অতিরিক্ত ওঁদের প্রাপ্য। তবে একথাও জানি এমন একটা ভাবনা ওঁদেরও ইচ্ছে হয়ে ছিল মনের মাঝারে। তাই, তাঁরাও এই পরিকল্পনার অবশ্যই অংশীদার। আর অপূর্ণতা যা কিছু রয়ে গেল, তার দায় আমারই।

কথারম্ভের কথা শেষ। এবারে পত্রিকা নিজে কথা বলবে।

শুধু ছোটোদের ভালোবেসে, তাদের মঙ্গল ও আনন্দ কামনায় বাংলা শিশু সাহিত্য পত্রিকার উজ্জ্বল নিশান যাঁরা এতকাল বয়েছেন, এখনও বয়ে চলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই সংখ্যাটি নিবেদিত হল।

বাংলা কিশোর পত্রিকা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯৬ সালের *ঝালাপালা* পত্রিকা বাংলা ১২২৫ থেকে ১৪০০ সন পর্যন্ত দুই শতাধিক বাংলা কিশোর পত্রিকার একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা, একটিমাত্র দৈনিক পত্র আছে তার মধ্যে— 'কিশোর', সম্পাদক, প্রসিদ্ধ ছোটোদের লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। দৈনিক পত্র অবশ্য ঠিক সাময়িক পত্রের মধ্যে পড়ে না— সে হল আশু সংবাদের ট্যাবলয়েড। 'কিশোর'-এর অবশ্য সাহিত্যিক বিশেষত্ব ছিল। পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীরামপুর কলকাতা বড়িষা হাওড়া শিবপুর সালকিয়া কদমতলা দাসনগর দাসখামার বালি দমদম খড়দা চুঁচুড়া ভাটপাড়া বাগনান মেদিনীপুর কাটোয়া কালনা গুড়াপ বোলপুর ডানকুনি হলদিয়া দুর্গাপুর বারুইপুর সোনারপুর বজবজ নুঙ্গি বাটানগর রঘুনাথপুর নাদনঘাট সিউড়ি পাণ্ডবেশ্বর বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া বনগাঁ যশোর বরিশাল ঢাকা রংপুর কোচবিহার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার আগরতলা ত্রিপুরা শ্রীহট্ট কাছাড় করিমগঞ্জ আদ্রা ও বারাণসী থেকে। এত স্থাননাম দেখে মনে হয় অনেক অঞ্চলই অনুসন্ধান করা হয়নি। তা সত্ত্বেও কিশোর পত্রিকার বহুলতা ও বিস্তার এখান থেকেই বোঝা যায়। ভিক্টোরীয় ইংরেজ পরিবারের হাতে লেখা পারিবারিক পত্রিকা রচনার রেওয়াজ ছিল। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের লেখার প্রাথমিক খসড়া সেখানে পাওয়া যায়। তা ছাড়াও ছিল কিশোরদের হাতে লেখা পত্রিকা করার প্রবণতা। মুদ্রণ ব্যবস্থা তখনও আজকের মতো সুলভ্য হয়নি। আমাদের এখানেও রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে এমন হাতে লেখা পরিবারের নানাজনের লেখা বা আঁকিবুঁকি সংবলিত খাতা ছিল। এখানকার কিশোরদের মধ্যেও হাতে লেখা কাগজ করার চল ছিল। ইংরেজি হাতে লেখা কাগজ সংগৃহীত হয়ে অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত হয়েছে। এখানকার কাগজ সব লুপ্ত হয়ে গেছে।

যাই হোক, বাংলা তালিকার গুটি কয়েকের সঙ্গে মাত্র আমরা পরিচিত। তাদের সম্পাদকেরাও বাংলা কিশোর সাহিত্যে পরিচিত নাম। বাকিগুলির নাম এবং প্রকাশস্থান জানা গেল; তাদের সম্বন্ধে কোনোরকম ধারণা করা গেল না। কলকাতার বাইরের কাগজগুলির নাম কেবল পড়ে ভুলে যাবার জন্যই। যদি কেউ ধারণা করতে চান, বিশদে জানতে চান, পাঠ করতে চান, কাজ করতে চান— এদেশে সংরক্ষণের কোনোই ব্যবস্থা নেই বলে জানি। যিনি পঞ্জি করেছেন, তিনি অবশ্য দেখেছেন, বিবরণমূলক পঞ্জি (Descriptive Catalogue) করেননি কেন তা হলে? তেমন পাওয়া গেলে খনিকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যেত। পত্রিকার আকার, মলাটের ছবি, ভেতরের ছবি ও লেখা, পত্রিকার চরিত্র, কোন্ বয়সি পাঠকেরা তার লক্ষ্য এটুকু তথ্য পাওয়া গেলে কিছু ধারণা হয় পত্রিকার। কাছাড় আর বাঁকুড়ার পত্রিকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কী কিছু আছে—বিষয়ে বা ভাষারীতিতে? কেউ যদি তা জানান, জ্ঞানবৃদ্ধি হতে পারে নিঃসন্দেহে। কালানুক্রমী পঞ্জিতে নানা বদল বিবর্তনের তথ্য উহ্য থাকে। উত্তরসূরির কাছে সে শিক্ষাপ্রদ। বড়োদের লিটল ম্যাগাজিন বেরোয় অজস্র। একসময়, ষাটের দশকের গোড়ায় তার সংরক্ষণের উদ্দেশে এক লাইব্রেরি করেছিলেন স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শান্তি লাহিড়িরা। অল্পদিনেই কাগজপত্র সমেত সে নষ্ট হয়ে যায়। এখন নতুন করে দুটি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি হয়েছে, অনেকে সাহায্য লাভ করছেন সেখান থেকে। কিন্তু ব্যক্তিগত সাধ্য এক্ষেত্রে বড়োই সীমাবদ্ধ। ছোটোদের পত্রিকা আজও প্রকাশ হয়ে চলেছে বহুতরভাবে, সবটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে, তার নাগাল বড়োই ছোটো। কেউ কী ভাবছেন ছোটোদের কাগজের একটা গ্রন্থাগারের কথা, কৌতূহলী বা আগ্রহীজন সেখানে ভিড় করবেন গিয়ে? অথবা পত্রিকাকারী ভাববেন কোথাও একটা তাঁর কাগজ সকল পাঠকের জন্য সঞ্চিত রয়েছে? তালিকার কাজ পাঠককে প্রবর্তনা ও নির্দেশ দেওয়া—পাঠক যাতে উদ্‌বুদ্ধ হন তা নিজে চোখে দেখতে বা আস্বাদ দিতে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যে কাগজ

করেন, তার স্থায়িত্বেরও ভরসা আছে। বাংলা কিশোর পত্র, অন্তত তার উৎকৃষ্টভাগ, হয়েছে ব্যক্তিগত আবেগ ও উদ্যোগে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলে সে আছে, কোনো গ্রন্থাগারের বদান্যতা থাকলেও সে আছে, নইলে নেই।

॥ ২ ॥

জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারের উপকরণ ব্যবহার করে ছোটোদের পত্রিকার খানিকটা বিশদ বিবরণ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিলেন 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' প্রণেতা, খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সেখানেও তাঁকে অনেক পত্রিকার নামমাত্র উল্লেখ করতে দেখি, অন্য কোনো বইয়ের উল্লেখের দৃষ্টান্তে। তারপরে দুখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে। সামান্যই সম্পূরণ ঘটেছে তাঁর বিবরণের। স্বভাবতই তিন বইয়েই মুখ্য আলোচ্য হয়েছে পরিচিতির

অথবা কাছের কাগজগুলি। তার কিছু পরিচিত কাগজ চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য ইতস্তত ভাবে হয়তো আমাদেরও হয়েছে। ক্রমান্বয় কাজের ক্ষেত্রে ওঁদেরই দৃষ্টান্ত অবশ্য শিরোধার্য।

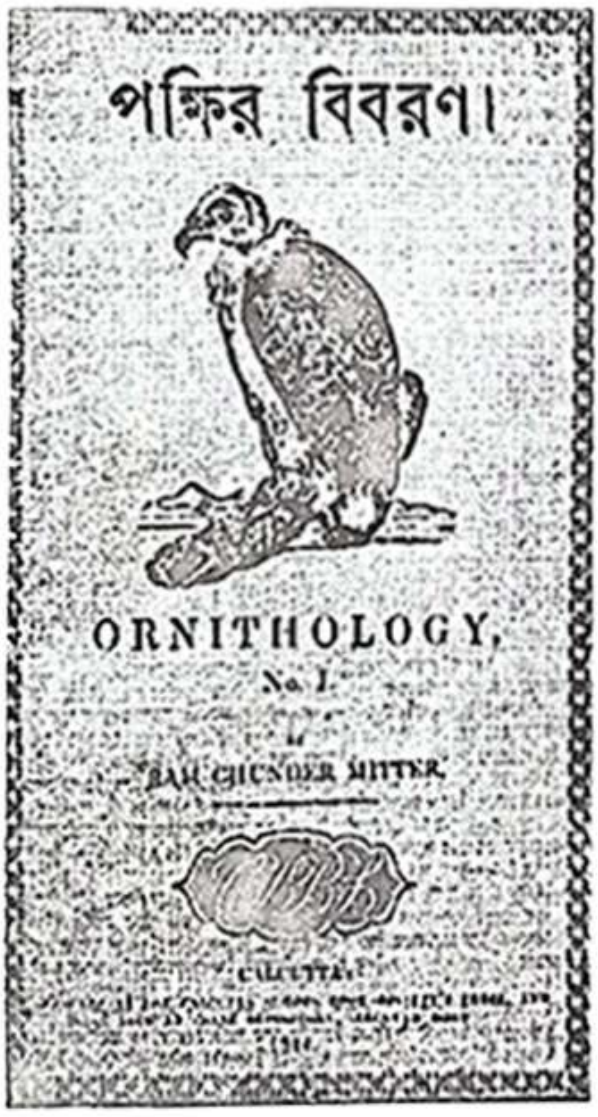

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গ্রন্থমালা নিয়ে বাংলা আধুনিক সাহিত্য রচনার আরম্ভ। যদিও সে সবই পাঠ্যপুস্তক। বাংলা

ক্যালকাটা বুক সোসাইটির মনোগ্রাম

শিশুসাহিত্যের অনন্যপ্রতিম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সব বইই পাঠ্যপুস্তক, যদিও সাহিত্য হিসাবে তাদের ভূমিকা স্বীকৃত। কিন্তু সে সাহিত্য মুক্ত অনুবাদ বা অবলম্বনে লেখা স্বাধীন রচনা। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা সংস্কৃত বা ফারসি আকর অবলম্বনে লেখা, বিদ্যাসাগরের আকর ইংরেজি। ফোর্ট উইলিয়মের যাবতীয় বই ছাপা হত শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা থেকে, কেরি নিজেও শ্রীরামপুরেরই মিশনারি। শ্রীরামপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও তাঁর মুখ্য ভূমিকা, কলকাতায় ইংরেজি ধরনে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার জন্য যে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেও। মিশনারিরা নানাভাবেই এদেশীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গেও ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি ভাষাশ্রয়ী নানা বিদ্যা ও জ্ঞান প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। বিদ্যা বা জ্ঞান প্রচারের অতীব সহায়ক হল পত্রিকা। কিন্তু সরকারি পত্রিকার শাসন বা সেনসর তখন চরম। পরীক্ষা হিসাবে রাজনীতিবর্জিত, কেবল 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' সংবলিত একখানি মাসিক পত্রিকা তাঁরা প্রকাশ করলেন 'দিগ্‌দর্শন' নামে। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তার সম্পাদক। ১৮১৮ এপ্রিল মাস থেকে সূচিত এই পত্রিকাখানি প্রথম কিশোর পত্রিকা বলে চিহ্নিত হয়েছে।

'দিগ্‌দর্শন' বা Magazine for Indian Youth বাংলা, ইংরেজি ও বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক এই তিন সংস্করণে প্রকাশিত হত। নানাধরনের জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে প্রকাশ হত। স্কুলপাঠ্য হিসাবে এর উপযোগিতা দেখে স্কুল বুক সোসাইটির বহু খণ্ড কিনে নিতেন। কাগজের মোট ছাব্বিশটি সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ দু বছর অতিক্রম করেছিল স্থায়িত্ব। মার্শম্যান তখন পাক্ষিক 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদনা করছেন। দুই কাগজই সরকারি অনুমোদন লাভ করেছিল।

'দিগ্‌দর্শনে'র চার বছর পর ১৮২২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল বুক সোসাইটি নিজেরাই 'পশ্বাবলী' নামে মাসিক এক কিশোরপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। লসন এবং পীয়ার্স কর্তৃক প্রস্তুত, তার প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে পশুর বিবরণ। বিবরণের গোড়ায় সেই পশুর কাঠখোদাই ছবি। অতঃপর ইংরেজি ও বাংলা বিবরণ। অনেক ক্ষেত্রে সে পশুর বিষয়ে কোনো ঘটনা বা কাহিনি। ছবি এবং ইংরেজি বিবরণ প্রস্তুত করতেন মিশনারি জন লসন, বিবরণের

বাংলা করতেন ডব্লু এইচ পীয়ার্স। স্কুল বুক সোসাইটি পীয়ার্সের একখানি 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮২৮) বইও পরে প্রকাশ করেছিলেন। সিংহ ভালুক হস্তী গণ্ডার ও জলহস্তী এবং ব্যাঘ্র ও বিড়াল—ছ সংখ্যায় এই ছটি সচিত্র বিবরণ সংকলন করে 'পশ্বাবলী' বন্ধ হয়ে যায়; সম্ভবত জন লসনের মৃত্যুর (১৮২২) ফলে। পরে এই ছ সংখ্যা ছাত্রদের পারিতোষিক হিসাবে পুস্তকাকারে একত্রিত হয়েছিল। অতঃপর ১৮৩৩ থেকে 'পশ্বাবলী'র দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। প্রথম পর্যায়ের রীতিতেই ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক রূপে বোলোটি পশুবিবরণ বা Animal Biography সংকলন করেন তিনি। এ হল পত্রিকাকারে বালক ছাত্রদের জন্য প্রাণীপরিচয়ের পুস্তিকা। রামচন্দ্র মিত্র পরে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে একখণ্ড 'পক্ষির বিবরণ' বা Ornithology No. 1 (১৮৪৪) বের করেছিলেন।

'পশ্বাবলী'র পর রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র 'জ্ঞানোদয়' (ডিসেম্বর ১৮৩১) নামে একখানি বালকপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাতে নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে কাহিনি থাকত। অনিয়মিতভাবে তার কুড়ি সংখ্যা পর্যন্ত বেরিয়েছিল। 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামে 'বালিকা-বালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার' একখানি সচিত্র মাসিকপত্র বের করেছিলেন কলকাতা ট্রাক্ট সোসাইটি, জুলাই ১৮৬৯ থেকে। সেখানে মধুসূদন দত্তের দুটি কবিতা ('পুরুলিয়া' ও 'কবির ধর্মপুত্র') প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার।

এই দুইয়ের মাঝখানে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ পৃষ্ঠার একখানি সচিত্র মাসিকপত্র অক্টোবর ১৮৫১ থেকে। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়, 'যাহাতে বঙ্গদেশের জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমন সৎ ও আনন্দজনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প এবং ইংরেজি ভাষায় "পেনি ম্যাগাজিন" নামক পত্রের অনুবর্তিত এমন তদভিপ্রাস সিদ্ধার্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক।' বহুবিষয়ের লেখা, গল্প, কবিতা, নতুন বইয়ের সমালোচনা এই পত্রিকায় স্থান পেত। মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ এখানে মুদ্রিত হয়েছিল। এটি বয়স্ক পাঠ্য কাগজ। ঠিক কিশোরপত্র এ নয়। কিন্তু ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল কাগজখানি। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন—

> রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের ওপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

শৈশবের আরও একখানি প্রিয় পত্রিকার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩)। সেখানে তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'বিলাতি পৌলবর্জিনি গল্পের সরস অনুবাদ' পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র মতো এটিও ছোটোদের কাগজ নয়। কিন্তু ছেলেবেলায় পড়েছেন এমন কোনো কিশোরপত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ করেননি। তাঁর তরুণ বয়সে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন 'বালকবন্ধু' নামে আট পৃষ্ঠার পাক্ষিক পত্রিকা বের করেছিলেন। সেও তাঁর চোখে পড়েছিল কিনা জানা যায় না।

১৮৭৮-এর বৈশাখ মাস থেকে সচিত্র 'বালকবন্ধু' প্রকাশিত হতে থাকে। সেখানে গল্প, কবিতা, হেঁয়ালি, বিজ্ঞান সবই বালকের শিক্ষণীয় রূপে ছাপা হত। বালকের লেখা কবিতাও ছাপা হত। আর থাকত দেশ-বিদেশের কৌতূহলপ্রদ সংবাদ। একটি সম্পাদকীয় স্তম্ভও থাকত কাগজে। প্রতি সংখ্যায় কয়েকটি করে কাঠখোদাই ছবিও থাকত। কিন্তু কাগজ বেশিদিন চলেনি। ১৮৮১-র ১৫ ডিসেম্বর থেকে মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। তারও স্থিতি হয় অল্পদিনেই। ১৮৮৬ সালে বেরোয় আবার। ১৮৯১ সালের বৈশাখ মাসে শেষবার প্রকাশিত হয় মাসিক আকারে। ১৮৮১-র কার্তিক থেকে জানকীপ্রসাদ বের করতে থাকেন *বালক হিতৈষী* মাসিক। নভেম্বর ১৮৮১ থেকে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় বের করেন বালক-বালিকা পাঠ্য *আর্যকাহিনী* সাপ্তাহিক পত্র।

॥ ৩ ॥

এ পর্যন্ত কিশোরপত্রের প্রাক্ ইতিহাস বা পূর্বকথা। এক 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ছাড়া আর কোনো কাগজ সাধারণ পাঠকের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ছোটোদের কাগজ নয়। 'বালকবন্ধু'কে অনেকে প্রথম বালকপত্রিকার চারিত্রবিশিষ্ট বলে গৌরব দিয়েছেন। তার কিছু কারণ অবশ্য সম্পাদকের নাম গৌরব। কিন্তু 'বালকবন্ধু'র রচনাবিষয়ক অনেক সময়ে বালকের উপযুক্ত হয়নি, নীতিশিক্ষা অনেকসময়েই স্পষ্টভাবে ব্রাহ্মভাবাপন্ন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বাংলা কিশোরপত্রের প্রথম পর্বের শুরু হল 'সখা' (১৮৮৩), 'বালক' (১৮৮৫), 'সাথী' (১৮৯৩), 'সখা ও সাথী' (১৮৯৪) ও 'মুকুল' (১৮৯৫) এই কয়খানি কিশোরপত্র দিয়ে। এর ভিতরে আগের একটি পত্রিকা আছে। অমৃতলাল বসু সম্পাদিত 'ইন্দ্রজাল, রসায়ন ও ম্যাজিক' সম্বন্ধীয় বালক-পাঠ্য পত্রিকা মাসিক 'ভোজবাজী'; কিন্তু তাকে পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা বলা হয়তো ঠিক নয়।

জানুয়ারি ১৮৮৩ থেকে প্রমদাচরণ সেন বালক-বালিকা পাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সখা' প্রকাশ করতে শুরু করেন তাঁর ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের মেসবাড়ি থেকে। একই মেসে তাঁর সহবাসী ছিলেন তরুণ বয়সি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রমদাচরণের চেয়ে মাত্রই চার বছরের ছোটো, 'সখা'র দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে তিনি নিয়মিত লেখকরূপে যুক্ত হলেন ('মাছি', গদ্যপ্রবন্ধ)। লেখকদের মধ্যে আরও ছিলেন প্রমদাচরণের হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ